দৈনিক সংবাদ

তারিখ 1 9 MAR 1988
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

070

সংবাদ

ঢাকা : রোববার, ৫ই চৈত্র, ১৩৯৫

কেজিতে শিক্ষা পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস

কিণ্ডারগার্টেন বা কেজি শিক্ষা পরিচালনা পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস নিয়ে অবশেষে সরকার চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন।

শিক্ষা অধিদপ্তরের সহায়তায় বাংলাদেশ তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর এক জরিপে দেখা যায়, দেশে ৩ হাজারের ওপর কেজি রয়েছে। একমাত্র রাজধানীতেই রয়েছে ৩শ'র মত কিণ্ডারগার্টেন।

গত দশ বছরে কিণ্ডারগার্টেনের সংখ্যা দ্রুত বেড়েছে। এর কারণ একদিকে পর্যাপ্ত ও উন্নতমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব। অপরদিকে দেশে কোন সুষ্ঠু শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি।

শহরাঞ্চলে এবং খোদ রাজধানী ঢাকাতে প্রাথমিক স্কুলগুলোর দৈন্যদশা, পড়ানোর ব্যবস্থা ও পরিবেশ মধ্যবিত্তের প্রত্যাশানুরূপ নয়। মাত্র গুটি কয়েক উচ্চ বিদ্যালয়ে নিচু শ্রেণীতে পড়ানোর ভাল ব্যবস্থা আছে। সেখানে ভর্তির ভিড় হয় অস্বাভাবিক। বিকল্প হিসেবে তাই সাধারণ মধ্যবিত্তও নিরূপায় হয়ে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য কিণ্ডারগার্টেনের দিকে মুখ ফিরিয়েছে।

এরূপ পরিস্থিতিতে সুষ্ঠু শিক্ষাদানের মানসিকতা নিয়ে প্রথমদিকে কিণ্ডারগার্টেন গড়ে উঠতে শুরু করে। পদ্ধতিটি তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল। স্বাভাবিকভাবে বিত্তশালী পরিবার থেকে আগত ছেলেমেয়েরাই এখানে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে।

এভাবে একটি ক্ষুদ্র শিক্ষিত এলিট শ্রেণী গড়ে উঠবে, ভবিষ্যতে যারা দেশের সকল স্তরে মেধা ও যোগ্যতা বলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে। এককথায় বর্তমান নিয়ন্ত্রণের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। এজন্য প্রথমাবধি কিণ্ডারগার্টেনে ইংরেজী মাধ্যমের ওপর জোর দেয়া হয়, পাঠ্য বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে।

কিন্তু সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতার কারণে দেশজ ধ্যান-ধারণাকে প্রশ্রয় দিয়ে যুগপৎ ইংরেজী ও বাংলা মাধ্যমের কিণ্ডারগার্টেনও গড়ে উঠতে থাকে। সরকারী অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে এভাবে কিণ্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠা একই সঙ্গে লাভজনক হওয়ায় খুব দ্রুত এর সংখ্যা বাড়তে থাকে। অনভিজাত অর্থাৎ সাধারণ লোক থেকে পার্থক্য বজায় রেখে উচ্চ মধ্যবিত্ত ও বিত্তশালীদের প্রতিষ্ঠান হিসেবে কেজি পদ্ধতি জেলা শহরগুলোতেও ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

দেশের সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক কারণে মাঝে মাঝে শিক্ষা বিভ্রাট দেখা দেয়। কেজিতে তার সম্ভাবনা নেই। ফলে সাধারণ মধ্যবিত্তও ক্রমে তাদের ছেলেমেয়েদের কেজিতে পাঠানো শুরু করে।

এভাবে ক্রমে ক্রমে কিণ্ডারগার্টেনে শিশুদের পাঠানোর প্রবণতা বাড়তে থাকে। সাধারণ স্কুলে নিচ শ্রেণীতে পড়ানোর ক্ষেত্রে অব্যবস্থা, শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি যতই ঘটতে থাকে কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের প্রসার ততই ঘটতে থাকে।

কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা পদ্ধতির ওপর সরকার কোন রকম নিয়ন্ত্রণ আরোপ না করায় এসব ক্ষেত্রে বিদেশী পাঠ্য পুস্তক, ইংরেজী মাধ্যম প্রচলনের ফলে কেজি'র পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার ব্যবধান বাড়তে থাকে। সরকার একটা পর্যায়ে কিণ্ডারগার্টেনের ওপর কিছুটা শর্ত চাপিয়ে দেন। তাতে এসব স্কুলে বোর্ডের বই অবশ্য পাঠ্য করা হয়।

কিন্তু যে বিষয়টির প্রতি নজর দেয়া হয়নি, তাহলো কিণ্ডারগার্টেনে একটি অভিন্ন পাঠ্যক্রম চালু, শুধু বোর্ডের বই পাঠ্য করা বাধ্যতামূলক করার ফলে সাধারণ কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে তাদের নিজস্ব পাঠক্রম যুক্ত হয়ে ছাত্রদের নিকট শিক্ষাকে গুরুভার করে তোলা হল।

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 1 9 MAR 1988
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

একই সময়ে কোন কোন কিণ্ডারগার্টেন অধিকতর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন এতটা বর্ধিত করেছে যে, সেখানে মাত্র বিত্তশালী লোকই তাদের ছেলে মেয়েদের পাঠাতে পারে। এধরনের বহু কিণ্ডারগার্টেন অবশ্যই শিক্ষাদানের পরিবেশ চমৎকার রেখেছে। ইংলণ্ডের হ্যারো বা ইটনের সঙ্গে শিক্ষার মানের দিক থেকে তুলনীয় না হলেও এধরনের কয়েকটি হাতেগোনা কিণ্ডারগার্টেনকে বলা চলে ওই দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মিনি সংস্করণ। শিক্ষাদানের দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে এটা বলা হচ্ছে।

এনজিও বা বিদেশী অর্থানুকূল্যে তথা বিদেশীদের দ্বারা পরিচালিত কিণ্ডারগার্টেনে শিক্ষায় দেশীয় ঐতিহ্য, পরিবেশ এবং দেশ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেয়ার চেষ্টা নেই।

দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ফাঁক ও ফাঁকি থাকার কারণেই বিত্তবান অভিজাত পরিবারগুলো তাদের সন্তান-সন্ততিদের নির্বাচিত গুটি কয়েক উপরোক্ত ধরনের কিণ্ডারগার্টেনে পাঠিয়ে থাকেন।

এর পাশাপাশি একই কারণে সাধারণ মধ্যবিত্ত ও তাদের আর্থিক ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য কিণ্ডারগার্টেনে ছেলেমেয়েদের পড়াতে বাধ্য হন।

কেজির প্লেগ্রুপে বেতনের হার ১০০ টাকা থেকে ৬০০ টাকা এবং এর পরবর্তী শ্রেণীসমূহে দেড়শ' টাকা থেকে এক হাজার, দেড় হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন দিতে হয়।

এলাকা, শিক্ষায়তনের অবস্থান ও পরিবেশভেদে কেজিগুলোতে পড়াশুনার মানের তারতম্য ঘটে থাকে। কিন্তু সাধারণ স্কুলের স্বল্পতাসহ বহুবিধ কারণে কেজির চাহিদা ক্রমাগত বাড়ছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবসা চলছে কেজি পদ্ধতির নামে।

শিক্ষাবিভাগের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকায় কেজিসমূহে এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সাহায্যদাতা ব্যক্তি-মালিকের ইচ্ছানুসারে এর পাঠক্রম, বেতনের হার ইত্যাদি নির্ধারিত হয়। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও কোন নির্দিষ্ট মান এবং রীতিনীতি অনুসরণ করা হয় না।

অনেক শিক্ষকও এই কেজি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত এবং নিজেরাই কোন কোন কেজির মালিক।

কোনরূপ সরকারী নিয়ন্ত্রণ তথা অনুমোদনের বাইরে এধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের কারণেই, এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি প্রবল হতে বাধ্য, এর ফলে কেজি শিক্ষার যে মূল উদ্দেশ্য তা লংঘিত হচ্ছে। বহু কিণ্ডারগার্টেনে নিযুক্ত শিক্ষকদের বেতনের হার কম। ছোট কয়েকটি কামরা নিয়ে কিণ্ডারগার্টেন চালানো হচ্ছে এরকম নজির আছে। সেখানে নার্সারী বা প্লেগ্রুপের শিশু শিক্ষার্থীদের হাত-পা ছড়ানোর স্বস্তি নেই। খেলার মাধ্যমে শিক্ষা তো দূরের কথা, তাদের শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্ভবতঃ একধরনের শিশু নির্যাতনের পর্যায়ে পড়ে। পাঠ্য বিষয়ের বাহুল্য তাদের মানসিক চাপ বাড়িয়ে দেয়। জ্ঞানের গিলাটি মারা ছাপ কার্যতঃ ছেলে ভুলানো ব্যাপার।

সুতরাং কিণ্ডারগার্টেনে শিক্ষাদান ব্যবস্থা, বেতনের হার ও পরিবেশ শিশুদের দেহ ও মনের বিকাশের পক্ষে কতটা সহায়ক ইত্যাদি বিষয় দেখার জন্য কিছুটা সরকারী নিয়ন্ত্রণ এবং কিণ্ডারগার্টেন পরিচালনার নীতিমালা প্রয়োজন।

শিক্ষা বৈষম্যের কথা বলে কিণ্ডারগার্টেনের বিরোধিতা বর্তমান অবস্থায় ও সামাজিক পরিবেশে অর্থহীন। আপন সন্তানকে সাধ্যমত সুশিক্ষা দানের সুযোগ ও অধিকার যেন ক্ষুণ্ণ না হয় সে দিক লক্ষ্য রেখেই কিণ্ডারগার্টেনের পুনর্বিন্যাসের প্রতি নজর দেয়া আবশ্যক হয়ে পড়েছে।